لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায় ঃ ১৭শ বর্ষ ঃ ৩১শে অক্টোবর ঃ ১৯৬৩ সন ঃ ১১শ সংখ্যা

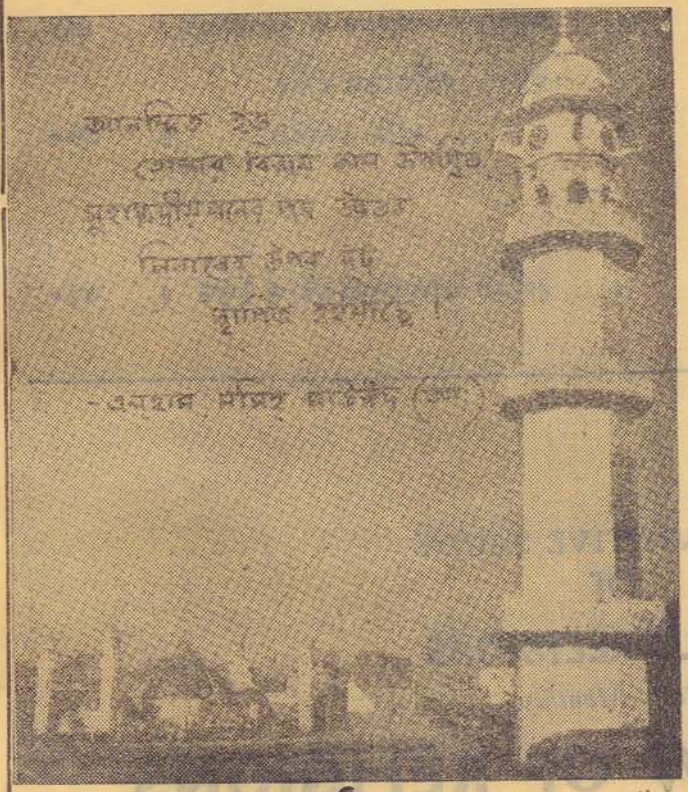

মিনারাতুল মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্-তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদা-তা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক ঃ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

আহ্‌মদী
১৭শ বর্ষ

সূচীপত্র

১২শ সংখ্যা
৩১শে অক্টোবর, ১৯৬৩

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ ॥	২৭৩
॥ হাদিস	॥ মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ ॥	২৭৪
॥ হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ ॥	২৭৯
॥ জুমআর খুতবা	হযরত খলীফাতুল মসিহ্ ॥ সানি (আইঃ) ॥	২৮০
॥ সদর আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার প্রতিনিধিবর্গের পূর্ব-পাকিস্তান সফর	॥ দৈনিক আল-ফজল হইতে উদ্ধৃত ॥	২৯০

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

পাক্ষিক

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৭শ বর্ষ :: ৩১শে অক্টোবর : ১৯৬৩ সন : ১২শ সংখ্যা

কোরআন করীমের অনুবাদ

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ বাকারাহ্

ছত্রিশ রুকু

২৬৬। এবং যাহারা তাহাদিগের ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ ও নিজেদের আত্মাকে মজবুত করিবার জন্য তাহাদিগের দৃষ্টান্ত মালভূমিতে অবস্থিত বাগানের ন্যায়, প্রবল বারিপাতে যাহা দ্বিগুণ ফসল দেয়। এবং উহার উপর প্রবল বারিপাত না হইলে অল্প বৃষ্টিই (উহার জন্য যথেষ্ট হয়)। এবং তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ দেখেন।

২৬৭। তোমাদের মধ্যে কেহ কি চাহে তাহার থাকিবে খেজুর ও দ্রাক্ষার এক বাগান

যাহার তলদেশ দিয়া ঝরণা সমূহ প্রবাহিত এবং তাহার জন্য উহাতে সকল প্রকার ফল সহ এবং (যখন) বার্দ্ধক্য তাহাকে কাবু করে এবং তাহার ছোট ছোট সন্তান সন্ততি থাকে তখন এক অগ্নিময় ঘূর্ণীঝড় উহার উপর আপতিত হয় এবং উহা দগ্ধীভূত হয়? এই ভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শনাবলি তোমাদিগের নিকট বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা (দ্বারা উপকার লাভ) কর।

ক্রমশঃ

হাদিস

মৌলবী মোহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ

و عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الدجال اعور عين اليسرى جفال الشعر معه جنته و ناره فناره جنة و جنته نار - رواه مسلم

হোযায়ফা হইতে বর্ণিত: নবী করীম (দঃ) বলিয়াছেন—দাজ্জালের বাম চক্ষু কানা হইবে; মাথায় অধিক চুল হইবে; তাহার সংগে তাহার নিজের বেহেস্ত এবং তাহার নিজের দোযখ থাকিবে। তাহার স্বর্গ, দোযখ হইবে এবং তাহার দোযখ, স্বর্গ হইবে। (মুসলিম)

উক্ত হাদিসে রসুল করীম (দঃ) দাজ্জালের বাম চক্ষু কানা হইবে বলিয়াছেন। পূর্বে বর্ণিত হাদিসে দাজ্জালের দক্ষিণ চক্ষু কানা হইবে বলিয়া উল্লেখ আছে। হাদিসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখিলে মনে হয় হাদিসের টীকাকারকগণ ভীষণ প্রমাদে পড়িয়াছেন। কারণ এখানে আসিয়া পরস্পর বিরোধী হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে না পারিয়া তাহারা বলিয়াছেন—দাজ্জালের এক চোখ জ্যোতিঃ বিহীন হইবে এবং অপর চোখ ফুলা হইবে। আবার শেষে বলিয়াছেন, উহার উভয় চোখই দোষ-যুক্ত হইবে। এখানেও টীকাকারক নীতি-বিরোধী কাজ করিয়া বিষয়টি জটিল করিয়া রাখিয়াছেন। নতুবা বিষয়টি খুবই সহজ ছিল। কেননা ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত হাদিস পূর্ণ হইবার পূর্বে কখনও উহার সঠিক

ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর নয়। কারণ উহার অধিকাংশ রূপক বা এস্তেয়ারাতে পরিপূর্ণ। অবশ্য যদি আল্লাহ্‌তা'লা অনুগ্রহ করিয়া কাহাকেও ব্যাখ্যা শিখাইয়া থাকেন তাহা হইলে উহা স্বতন্ত্র কথা। এই জন্য অনেকেই বিষয়টি বুঝিতে না পারিয়া নিজেও ভুল পথে গিয়াছেন, অপরকেও ভুল পথে পরিচালিত করিয়াছেন। আবার অনেকে একারণেই ভবিষ্যদ্বাণী সমন্বিত অনেক হাদিসকে, মওজু (কৃত্রিম), যয়িফ (দুর্বল) এবং মজরুহ (আপত্তিজনক) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই জাতীয় পণ্ডিতগণের অনুসারীও আমাদের দেশে বিরল নহে। দুঃখের বিষয় তাঁহারা সামান্য কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি নীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিতেন তাহা হইলে এই সব প্রমাদ ঘটিত না; সত্য হাদিসকেও মওজু বলিতে হইত না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় কেমন করিয়া মোহাদ্দেসীনগণ, কোরআনের বিপরীত নহে এরূপ সত্য হাদিসকে মিথ্যা বলিয়াছেন? অথচ আল্লাহ্‌ বলেন ঃ—

فلا يظهر على غيبه احدا

الا من ارتضى من رسول

"আল্লাহ-তা'লা তাঁহার মনোনীত রসুল ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও গোপন বিষয় অবগত করান না।"

সত্যিকার রসুল বৈ আর কেহই সত্যিকার ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন না। তথাপি মোহাদ্দেস নামধারী একদল ভবিষ্যদ্বাণী সমন্বিত হাদিসকে কৃত্রিম বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। আমাদের এই যুগে মৌলানা আকরম খাঁ সাহেব ও মৌলানা আবুল আলা মওদুদী সাহেব পূর্ববর্তীদলের অনুসরণ করিয়াছেন। কোরআনের আলোতে ভবিষ্যদ্বাণী সমন্বিত হাদিসগুলির ব্যাখ্যা ঘটনা ঘটিবার পূর্বে করিলেও বড় রকমের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কেন না স্বপ্ন এবং কাশফ জাতীয় হাদিসগুলির ব্যাখ্যা নীতিনুযায়ী করিলে, আরও দশ বিশটি স্বপ্ন সামনে রাখিয়া তাবিল করিতে হইত, ফলে ইহাতে ভুল কমই থাকিত। কেননা স্বপ্নের তাবির দাতাগণ বহু পরীক্ষা করিয়াই তাবিরের নীতি নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তাঁহারা অনেকের স্বপ্ন একত্রিত করিয়াছেন। এবং তাঁহাদের স্বপ্নের ফলাফল দেখিয়াছেন, তৎপর স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে নীতি নির্দ্ধারিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতিরেকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরও পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদেরও স্বপ্ন এবং কাশ্‌ফ বিভিন্ন 'সহিফা' এবং আসমানী গ্রন্থ সমূহে রহিয়াছে। এমতাবস্থায় আঁ-হযরতের ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা করা এমন কি কঠিন কাজ ছিল। যদি কঠিনই ছিল তাহা হইলে এসম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রেয় ছিল। তবুও কৃত্রিম বলার দুঃসাহস করা উচিত ছিল না।

এসম্পর্কে আপনারা আরও দুইটি কথা স্মরণ রাখিবেন। (ক) আঁ-হযরত (দঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত বহু হাদিস আমাদের এইযুগে

পূর্ণ হইয়া তাঁহার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়াছে। (খ) অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের এই যুগের বহু পূর্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে আবার অনেক আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন অলি-আল্লাহ্‌গণকে খোদা-তা'লা স্বয়ং উহার ব্যাখ্যা জানাইয়া দিয়াছেন। এ কারণে তাহারা সময় আসিবার পূর্বেই সঠিক ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন। ইহাও আল্লাহ-তা'লার বিধান, যথা হযরত ইউসুফ (আঃ) বলিতেছেন :—

رب قد اتيتنى من الملك و
علمتنى من تاويل الا حاديث -

"প্রভু আমার, নিশ্চয়ই তুমি আমাকে রাজত্ব দান করিয়াছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাও শিক্ষা দিয়াছ।"

এই ভাবে যাহাদিগকে খোদা-তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা শিখাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারাও যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাও ভ্রান্তির উর্দ্ধে।

এখন আমরা আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যা সুধিসমাজে পেশ করিতেছি। পূর্বে বর্ণিত হাদিসে নবী করীম (দঃ) দাজ্জালের দক্ষিণ চক্ষু কানা বলিয়াছেন। আমরা উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছি দাজ্জাল পার্থিব বিষয়ে বিচক্ষণ হইলেও ধর্ম সম্পর্কে একেবারে অন্ধ হইবে। ডান চক্ষু অর্থে ধর্ম বুঝায়, এইজন্য খ্রীষ্টান জাতি জ্ঞানে বিজ্ঞানে বহু উন্নত হইলেও ধর্ম সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ, কেননা তাহারা একজন দুর্বল মানুষকে যিনি নিজকে ক্রুশের যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহাকেই খোদা বলিয়া পূজা করিতেছে। ইহার চাহিতে অন্ধ আজ কাহাকে বলা যাইতে পারে? এইত গেল ধর্মের দিক। এখন আমরা দাজ্জালের বাম চক্ষু সম্পর্কে বলিতেছি। বাম চক্ষু অর্থ পার্থিব চক্ষু, এই চক্ষুও তাহাদের কানা হইবে। ধর্মের দিক দিয়াত তাহারা সম্পূর্ণভাবে অন্ধ হইবেই, পার্থিব দিক দিয়াও ভেদ নীতির দরুণ, বর্ণ-বৈষম্যের দরুণ এবং অপর জাতির প্রতি অসম ব্যবহারের দরুন তাহারা কানা হইবে। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার নীতি এবং ইসলামী আদর্শকে পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে বিষয়টি বুঝিতে কষ্ট হইবে না। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার শেতাঙ্গ অশেতাঙ্গ, আমেরিকার সাদাকাল বর্ণ-বৈষম্যের ঝগড়া, ভেদ-নীতি আজ গোটা মানব জাতিকেই পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে এবং সারা বিশ্বে ইহার বিষাক্ত আবহাওয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খ্রীষ্টান প্রচারকদের নম্রতা, ভদ্রতা অভিনয় মাত্র, নতুবা আঁ-হযরত (দঃ)-এর কথায় বলা যায় :

جاودهم جاود الضان
قلوبهم قلوب الضباء -

"বাহ্যত তাহারা মেষের পোষাক পরিধান করিবে, তাহাদের অন্তঃকরণ হিংস্র নেকড়ের ন্যায় হইবে।"

সত্য সত্যই আজ খ্রীষ্টান জাতির আচরণে এরূপই প্রকাশ পাইয়া আঁ-হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী

পূর্ণ হইয়াছে। এ বিষয়ে বিশদ ভাবে জানিতে চাহিলে আপনারা হযরত মসিহে মাওউদ মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আ:)-এর গ্রন্থাবলী বা হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি (আই:)-এর গ্রন্থাবলী পাঠ করুন।

এই হাদিসের শেষাংশে আছে—'দাজ্জালের সহিত তাহার নিজের বেহেস্ত এবং তাহার নিজের দোযখ থাকিবে।'

এই বিষয়টিও বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। এখানে মুসলমানগণের সাধারণ বিশ্বাসানুযায়ী সেই স্বর্গ নরক নহে, বরং দাজ্জাদেরই রচিত স্বর্গ-নরক, কেননা হাদিসের শব্দ হইল جنته এবং نارہ "তাহার স্বর্গ, তাহার নরক।" ইহার মানেই হইল এমন এক স্বর্গ-নরক যাহা দাজ্জালের রচিত। এই বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করিবার পূর্বে, এই সম্পর্কিত অন্যান্য হাদিসগুলি একত্রিত করিয়া সমষ্টিগতভাবে ইহার প্রতি আলোকপাত করা আবশ্যক। কেননা এখানেই এই জাতীর হাদিসের ইতি-বৃত্ত রহিয়াছে :

(ক) انه يجيء معه بمثل الجنة الحديث متفق عليه

(খ) وان معه ماء و نارا الحديث متفق عليه

(গ) معه جنته و نارہ - الحديث مسلم

(ক) দাজ্জাল তাহার সহিত বেহেস্ত এবং দোযখের অনুরূপ আনিবে। দাজ্জাল যাহাকে স্বর্গ বলিবে প্রকৃত পক্ষে উহা দোযখ হইবে।' (বোখারী মুসলিম)

(খ) তাহার বা দাজ্জালের সহিত আগুন ও পানি থাকিবে। মানুষ যাহাকে পানি মনে করিবে, উহা পানি নহে বরং জলন্ত আগুন মানুষ যাহা আগুন মনে করিবে উহা আগুন, নহে বরং উহা শীতল পানি হইবে।'

(বোখারী মুসলিম)

(গ) 'তাহার সহিত তাহার স্বর্গ এবং নরক থাকিবে। তাহার স্বর্গ, স্বর্গ নহে বরং দোযখ এবং তাহার নরক—নরক নহে, স্বর্গ হইবে। (মুসলিম)

উপরে বর্ণিত ক; খ এবং গ হাদিসগুলির অর্থ হইতে প্রথমতঃ এই বুঝা যায়, দাজ্জালের সহিত বেহেস্ত এবং দোযখের অনুরূপ থাকিবে। অথবা তাহার সহিত আগুন এবং পানি থাকিবে। প্রকৃত বেহেস্তও দোযখ নহে বরং কৃত্রিম বেহেস্ত ও দোযখ হইবে, যাহা মেজিসিয়ানগণ হাটে বাজারে দেখাইয়া থাকে অথবা ছায়া চিত্রে যাহা প্রদর্শিত হয়। সিনেমা জগৎ আজকাল প্রায়ই ভেল্কিবাজি ব্যতীত আর কিছুই নহে। চিত্রের সাহায্যেই সব কিছু দেখান হয়, প্রথমতঃ উহা দেখিতে সুন্দর। ইন্দ্রিয়ের আনন্দ হয় বটে কিন্তু উহার পরিণতি খুবই ভয়াবহ।

এই মঞ্চের বিলাসিতায় একেত টাকা পয়সার অপচয়, স্বাস্থ্যের হানি. অবৈধ ভাবে অর্থ উপার্জ্জন, নৈতিকতার চরম অধঃপতন, মানবতাকে মানবেতরে পৌঁছাইয়া সুসভ্য মানুষকে পশু করিয়া ছাড়িয়া দেয়। ইন্দ্রিয়ের অতৃপ্ত বাসনা লইয়া মানুষ দোযখের অধিবাসী হয়। যৌবনের জোয়ারের পর জীবনে যখন ভাটা পড়ে তখন তাহার বেহেস্ত হাবিয়া দোজখে পর্যবসিত হয়। অপরদিকে যাহারা যৌবন জোয়ারে সংযত হয়েন এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন, সেই ভাগ্যবানগণই তাঁহাদের জীবনেই স্বর্গের আলো দেখিতে পান। পরিণতি সম্পর্কে তাঁহাদের চিন্তা এবং ভীতির কোনই ভাবনা নাই। হাদিস গুলির দ্বিতীয় অর্থ—দাজ্জালের যুগে তাহাদের উন্নতি এবং অভাবনীয় সুখ সম্ভোগের উপকরণ কেবল মাত্র আগুন ও পানির দ্বারা হইবে। যথা—আজকাল জ্ঞান বিজ্ঞানের যাবতীয় উন্নতিই আগুন ও পানির উপর নির্ভর করে। এই হাদিসগুলিতে এই দিকেই ইংগিত করিতেছে যে, দাজ্জাল বা খ্রীষ্টান জাতির যুগে তাহাদের উন্নতি আগুন পানির উপর নির্ভর করিয়াই হইবে। কোন গাড়ী, টেক্সি, বাস, উড়োজাহাজ এবং আরোও বহুবিধ যানবাহন বড় বড় অট্টালিকা, বাগান বাড়ি, সুখ ও সম্ভোগের ব্যবস্থা এই আগুন, পানি, দ্বারাই পরিচালিত। বিদ্যুতের সাহায্যে যাবতীয় কল কারখানা চালু হইতেছে। একদিকে পার্থিব উপকরণ যে ভাবে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে অপর দিকে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা ক্রমশই লোপ পাইয়া মানব জাতি এক ভয়াবহ আগ্নেয় জাহান্নামের দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়াছে। আজ মানব জাতির সুখ-স্বপ্ন এক অনলকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। সত্য সত্যই আজ মানুষের রচিত স্বর্গ, স্বর্গ নহে; প্রকৃত পক্ষে উহা দোযখ। আজ সত্য সত্যই দাজ্জালী সভ্যতা মানুষকে মদ, জুয়া, মিথ্যা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘুষ, পরদার গমন, জালিয়াতি প্রভৃতির উপকরণ যোগাইয়া, মানবতাকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীতে এক অশান্তি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। দাজ্জালী প্রভাবে মানুষ পার্থিব সুখ সম্পদকেই ধর্ম হইতে বড় মনে করে। দাজ্জালী কলাকৌশলকেই খোদার বিধান হইতে বড় মনে করে।

আল্লাহ্-তা'লা আঁ-হযরত (দঃ)-কে এহেন দুর্দিনকেই কাশফে অথবা স্বপ্নে স্বর্গ ও নরকের ছবি দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস আদ্যোপান্ত মনযোগের সহিত পাঠ করিলে এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য্য সুন্দর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা আদৌ কঠিন নহে।

اللهم انا نعوذ بك من فتنة
المسيح الدجال -

O

হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

তাহারাই খোদার দাস যাহারা আপন জীবন খোদার রাস্তায় উৎসর্গ করিয়া দেয়।

তাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিজ ধন ও প্রাণ কুরবাণী করাকে সৌভাগ্য মনে করে।

ইহারা সেই সকল ব্যক্তি যাহারা আল্লাহ্-ত'লার দেওয়া স্বীয় জীবন আল্লাহ্-তালারই পথে উৎসর্গ করিয়া দেয় এবং আপন আত্মাকে খোদার রাস্তায় কুরবাণী করা এবং আপন মাল তাঁহার পথে ব্যয় করাকে তাঁহারই কৃপা এবং আপন সৌভাগ্য মনে করে। কিন্তু, যাহারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সহায় সম্পত্তিকে আপন মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া লয়, তাহারা দীনকে নিদ্রালু দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু উহা প্রকৃত মোমেন এবং সত্যকার মুসলমানের কাজ নহে। খাঁটি ইসলাম হইল আল্লাহ্-তা'লার রাস্তায় নিজের সকল শক্তি এবং বৃত্তিকে চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া দেওয়া, যাহাতে মানুষ পবিত্র জীবনের অধিকারী হইতে পারে। সুতরাং আল্লাহতা'লা স্বয়ং এই ভাবে তাহার জন্য নিঃস্বার্থ ওয়াক্‌ফ্-এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন :

من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه و لا خوف عليهم و لا هم يحزنون -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ স্বত্বাকে আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করে এবং সৎকর্মশীল হয় তাহার জন্য পুরস্কার রহিয়াছে তাহার প্রভুর নিকট এবং তাহাদিগের উপর ভীতি আসিবে না এবং তাহারা দুঃখিত হইবে না।

(সুরা বকার-১৩শ রুকু)

এখানে اسلم وجهه لله এর অর্থ এই যে আত্মবিলীনতা ও বিনয়ের ভূষণে ভূষিত হইয়া যেন মুসলমান আল্লাহ্‌র আস্তানায় পতিত হয় এবং আপন ধন, প্রাণ এবং সম্মান অর্থাৎ যাহা কিছু তাহার নিজের বলিতে আছে খোদারই জন্য উৎসর্গ করে এবং দুনিয়া এবং উহার সকল বস্তুকে দীনের সেবায় নিয়োগ করে।

(আল-হাকাম ১৬ই আগষ্ট, ১৯০০ খ্রীঃ)

অনুবাদক— আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

জুমআর খুতবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)

"ইমানের লক্ষণ হইল আল্লাহ্-তা'লার রাস্তায় কোরবানী করার মধ্যে আনন্দ লাভ।"

"ধর্মের জন্য যে কোরবানী করে সে এমন এক ক্ষেত্রে বীজ বপন করে যেখান হইতে সে অনেক গুন বেশী ফসল লাভ করিবে।"

সূরা ফাতেহা পাঠ করিবার পর হুজুর বলেন ঃ পৃথিবীতে দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করিয়া থাকে। যথা—একটি পার্থিব এবং অপরটি ধর্মীয়। পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গি হইতে মানুষের সমস্ত মনোযোগ এবং সমস্ত কাজের লক্ষ্যস্থল [তাহার সন্তান-সন্ততি এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্যস্থল সেই সকল পার্থিব কাজ, যেগুলি মৃত্যুর পর তাহার উপকারে আসিবে। এই দুইটি ব্যতিরেকে আর কোন তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নজরে পড়ে না। পার্থিব হউক বা ধর্মীয়, সকল কাজের জন্য মানুষকে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। আমরা পৃথিবীতে এমন কোন কাজ দেখি না যাহার জন্য মানুষকে ত্যাগ স্বীকার করিতে না হয়। প্রভেদ মাত্র এই যে, কেহ ধর্মের জন্য কোরবানী করে এবং কেহ দুনিয়ার জন্য কোরবানী করে। এমন কি যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদিগকেও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। কেহ যদি চুরি করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার জীবনকে বিপন্ন করিতে হইবে, রাত্রের ঘুমকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং উত্তপ্ত দিবসের পর রাত্রি-কালে মানুষ যখন মধুর ঘুমে আচ্ছন্ন হয় তখন সে পরওয়া না করিয়া ঘর ছাড়িয়া নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া চৌর্য কার্যে লিপ্ত হয়। চিন্তা করিয়া দেখ চুরির ন্যায় জঘন্য কাজ করিতেও কোরবানীর প্রয়োজন হয়। হযরত খলিফা আউয়াল (রাঃ)-এর নিকট একবার এক চোর চিকিৎসা করাইতে আসে। তখন তিনি তাহাকে ওয়াজ নছিহত করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, "আল্লাহ্-তা'লা তোমাকে হারাম অর্থ উপার্জ্জন করার জন্য হাত পা দেন নাই ; পরন্তু ঐগুলি দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি উহাদের দ্বারা হালাল অর্থ উপার্জ্জন কর। তুমি চৌর্য বৃত্তি ছাড়িয়া হালাল অর্থ উপার্জ্জন কর না কেন?" যখন তিনি তাহাকে উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হইলেন, তখন ঐ ব্যক্তির চক্ষু রাগে লাল দেখা গেল এবং সে বলিতে লাগিল, "আচ্ছা মৌলবী সাহেব। এই উপার্জ্জন যদি হালাল না হয় তাহা না হইলে হালাল উপার্জ্জন আর কোথায় আছে? আপনারা মধুর ঘুমে বিভোর হইয়া থাকেন এবং আমরা কোথায়

কোথায় না হয়রান হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই এবং আমাদের কথা কেহ জানিতে পারিলে গুলি মারিয়া আমাদিগকে শেষ করিয়া দিবে। আমরা নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করিয়াই চুরি করি। সুতরাং ইহা অপেক্ষা হালাল উপার্জ্জন আর কি হইতে পারে?" হযরত খলিফা আউয়াল (রাজিঃ) বুঝিলেন যে ঐ ব্যক্তির মধ্যে চুরির অভ্যাস সুদৃঢ় হইয়া গিয়াছে এবং এই কাজ করিতে করিতে তাহার স্বভাব বিকৃত হইয়া গিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় এ কাজ তাহার চক্ষে মন্দ বলিয়া প্রতিভাত হয় না। এখন আর ইহাকে তর্ক করিয়া বুঝাইলে বিশেষ উপকার হইবে না। তখন তিনি কথা টালিয়া দিলেন এবং বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করিলেন যেন পূর্ব আলোচিত বিষয়টি সে ভুলিয়া যায়। কিছু-ক্ষণ পর তিনি চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা কি ভাবে তুমি চুরি কর বলত শুনি।" তখন সে উত্তর দিল, "কেহ একা চুরি করিতে পারেনা; পরন্তু আমরা ৫।৭ জন মিলিয়া চুরি করি। এক ব্যক্তি ঘরের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে এবং সেই ব্যক্তি প্রায়ই ভিস্তিওয়ালা বা মেথর ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই গোপন সংবাদ সরবরাহকারী ব্যতিরেকে চুরি করা অসম্ভব। সেই ব্যক্তিই ঘরের কামরা দরজা ইত্যাদির খবর জানাইয়া দেয় এবং সে এ সংবাদও দেয় যে, নগদ টাকা ও অলঙ্কার পত্র কোথায় থাকে। ইহার পর এমন এক ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, যে সিঁধ কাটিতে পারে এবং তাহার যেন এরূপ অস্ত্র থাকে যদ্বারা সিঁধ কাটার সময় কোন শব্দ না হয় এবং গৃহস্থ যেন জাগিয়া না উঠে। তৃতীয় এমন এক ব্যক্তির দরকার, যে তালা খোলায় সিদ্ধ-হস্ত। যখন ২য় ব্যক্তি সিঁধ কাটার কাজ সমাপ্ত করে, তখন সে সরিয়া যায় এবং ৩য় ব্যক্তি তাহার কাজ আরম্ভ করে এবং সে সিন্দূকের তালা খুলিতে লাগিয়া যায়। তখন এক ৪র্থ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, যে নিঃশব্দে চলিতে জানে। তৃতীয় ব্যক্তি তালা খুলিয়া দ্রব্য সম্ভার ৪র্থ ব্যক্তির হস্তে সোপর্দ করে এবং সে বাহিরের সঙ্গীগণকে পৌঁছাইয়া দেয়। এই চারিজন ছাড়া পঞ্চম এক ব্যক্তি গলির মাথায় পাহারায় নিযুক্ত থাকে। সে কাহাকেও আসিতে যাইতে দেখিলে শিষ দেয় অথবা অপর কোন সঙ্কেত করে যদ্বারা সকলে যথা সময়ে সাবধান হইয়া যায়। এই গেল পাঁচ জনের কথা। ষষ্ঠ আর এক জনের প্রয়োজন হয় যে সাদা কাপড় পরিয়া থাকে। যেন কেহ তাহার চলাফেরায় সন্দেহ না করে। কারণ আমরা প্রায় সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় থাকি এবং আমরা কাহারও নজরে পড়িলে নিশ্চয় আমাদিগকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিবে। কিন্তু এই ব্যক্তি এমন কাপড় পরিয়া চলাফেরা করে যে, কেহ তাহাকে সন্দেহ করিতে পারে না। আমরা নগদ টাকা ও অলঙ্কার পত্র তাহার হস্তে সোপর্দ করিয়া দিই। সে একান্ত নিশ্চিন্ত মনে মাল লইয়া চলিয়া যায় এবং স্বর্ণকার, যে সপ্তম ব্যক্তি, তাহার নিকট সোপর্দ করিয়া দেয়।

সে হিরক হইতে স্বর্ণকে এবং লাক্ষা হইতে জহরতকে পৃথক করিয়া ফেলে, এবং গলাইয়া সেগুলিকে এক নূতন আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে। এই স্বর্ণ পরে বিক্রয় করে। তখন আমরা আপসে সমান সমান ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লই।" হযরত খলিফা আউয়াল (রাজিঃ) বলিতেন, তখন আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, তোমাদের এত মেহনতের পর স্বর্ণকার যদি তোমাদের সম্পূর্ণ স্বর্ণ হজম করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তোমরা তাহার কি করিবে?" তখন সেই চোরের মুখ হইতে স্বতঃই বাহির হইল, "কি! সে এমন হারামখোর হইবে যে, অন্যের মাল খাইয়া ফেলিবে?" তখন আমি বলিলাম, "বাস, এখন তুমি বিষয়টি বুঝিয়াছ। এখন ত তুমি উপলব্ধি করিলে যে, অন্যের মাল খাওয়া হারাম।" যাহা হউক হারাম উপার্জনের জন্যও যেহেতু মেহনত করিতে হয়, সেইজন্য কেহ কেহ হারাম খাওয়াকেও হালাল খাওয়ার সমান জ্ঞান করে। যাহারা বিলাসিতায় নিমগ্ন হয় তাহারাও কোরবানী করিয়া থাকে। তাহারা রাত্রি জাগরণ করে এবং তাহাদের মাথা খারাপ হইয়া যায়। যাহারা বেশ্যা রাখে তাহারাও উহাদের জন্য কত কোরবাণী করিয়া থাকে। নিজের সম্পত্তি বিনষ্ট করে এবং স্বয়ং অর্থহীন ও কাঙ্গাল হইয়া যায়। সুতরাং এমন কোনও মন্দ কাজ নাই যাহার জন্য কোরবাণী করিতে না হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই সকল কাজের ফল কি হয়? মানুষ সন্তান-সন্ততির জন্য কোরবানী করে এই উদ্দেশ্যে যে, তাহারা তাহার নাম উজ্জল করিবে। কিন্তু কার্যতঃ নাম উজ্জল করিবার মানুষ কম হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানাদি দুর্নামের কারণ হইয়া থাকে। পরন্তু প্রায়ই দেখা গিয়াছে যে, কাহারও পুত্র ভাল চাকুরী লাভ করিলে নিজের পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লজ্জা অনুভব করিয়া থাকে। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) প্রায় শুনাইতেন যে, কোন এক হিন্দু অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া নিজের পুত্রকে বি, এ ও এম, এ পাশ করায়। সেই ছেলে ডিগ্রি লাভ করার পর ডিপুটী পদ লাভ করিয়াছিল। আগেকার মত এখনকার ডিপুটীর সম্মান নাই। কিন্তু তখন ডিপুটী হইতে পারা মস্ত সৌভাগ্যের কথা ছিল। সেই হিন্দু ব্যক্তির খেয়াল হইল, 'আমার পুত্র ডিপুটী হইয়াছে, 'আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি।' তদনুযায়ী সে যখন আপন পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহার মজলিসে উপস্থিত হইল তখন তাহার নিকটে উকিল, ব্যারিষ্টার ইত্যাদি বসিয়াছিলেন। তখন সেও পরিধানে ময়লা ধুতি সহ একদিকে বসিয়া পড়িল। তাহাকে বসিতে দেখিয়া উপস্থিত-বৃন্দের মধ্যে একজন মন্দ মানিলেন এবং বলিলেন "এ কোন বেয়াদব মানুষ যে, আমাদের মজলিসে আসিয়া বসিল?" এই কথা শুনিয়া ডিপুটী সাহেব কিছু মলিন হইয়া গেলেন এবং অপমান হইতে বাঁচিবার জন্য বলিলেন, এ আমাদের চাকর।" পিতা আপন পুত্রের এই কথা শুনিয়া

রাগে অগ্নিবৎ হইল এবং নিজের চাদর সামলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, "জনাব আমি তাহার চাকর নই, আমি তাহার মায়ের চাকর।" যখন সকলে জানিতে পারিলেন যে, সেই ব্যক্তি তাহার পিতা ছিল, তখন সকলেই ডিপুটী সাহেবকে ভর্ৎসনা করিলেন এবং বলিলেন, "যদি আপনি আমাদিগকে জানাইতেন যে, তিনি আপনার পিতা হন, তাহা হইলে আমরা সকলেই তাঁহাকে সসম্মানে বসাইতাম এবং তাঁহার আদব করিতাম।" যাহা হউক এই প্রকারের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় যে, মানুষ স্বীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য আপন আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতেও কুণ্ঠিত হয়।

সুতরাং নাম উজ্জল হওয়া দূরের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামের উপর বাটা লাগে। কেবল যাহারা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আল্লাহ্‌র আদেশ আনুযায়ী পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহারা ছাড়া দুনিয়াদার-গণের মধ্যে খুব কম লোক পিতামাতার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করে। চাষী এবং শিক্ষিত উভয় স্তরেই এই অবস্থা বিরাজমান। চাষী-দিগের মধ্যে প্রায় দেখা যায় বাপ বৃদ্ধ হইলে ছেলেরা তাহার খেদমত করে না। যদি বাপ খেদমত করিবার তাগিদ দেয়, তখন উত্তর আসে, "মেহনত আমরা করিব, আর সে বসিয়া খাইবে" কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা এ কথা বুঝে না যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পিতা জীবিত আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পত্তি তাহারই এবং তাহারা মেহনত করিয়া অর্দ্ধেক উৎপন্নের অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই কম পাওয়া যাইবে যে, পুত্র সমস্ত সম্পত্তির উৎপন্নের অর্দ্ধাংশ পিতার সম্মুখে ধরিয়া দেয়। সুতরাং পার্থিব কোরবাণীর ভাল পরিণাম আমাদিগের নজরে পড়ে না। দ্বিতীয় প্রকারের কোরবানী ধর্মীয় হইয়া থাকে। এই কোরবানী কখনও মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, যেহেতু এই কোরবানী সত্য-বাদীতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যবাদিতা কখনও নিষ্ফল হয় না। পার্থিব কোরবাণীর কেন্দ্র সন্তান-সন্ততি। তাহাদিগের সম্বন্ধে আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, তাহারা জীবিত অবস্থাতে সাক্ষাৎ এবং সেবা হইতে দূরে দূরে থাকিতে চাহে। কিন্তু ধর্মীয় কোরবাণীর ফলে যে সকল আধ্যাত্মিক পুত্র সন্তান লাভ হয়, তাহারা হাজার হাজার বৎসর যাবৎ নিজেদের বাপ-দাদাদিগকে ভুলে না। সীমান্ত প্রদেশের কতকগুলি ছাত্র আমার নিকট পড়িত। আমি তাহাদের নিকট শুনিয়া-ছিলাম যে, কেহ যদি কাহারও মা-বাপকে গালি দেয় তাহা হইলে সে ততখানি ক্রোধান্বিত হয় না, যতখানি ক্রোধান্বিত পীরকে গালিমন্দ দিলে হয়। নিজের পীর না হউক, যে কোন পীরকে কেহ গালিমন্দ দিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মারিয়া ফেলিবে। পীর শব্দটির প্রতি তাহারা সকল অবস্থা-তেই সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। আমি অমৃতসরে দেখিয়াছিলাম কয়েকজন সিন্ধী জুতা হাতে লইয়া পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাহারা নিজেদের পীরের কবর জিয়ারত করিতে যাইতেছে। জানি না তাহাদের পীর কোন কালে মারা গিয়াছে; কিন্তু

আজ পর্যন্ত তাহাদের মনে পীরের জন্য ভক্তি রহিয়াছে এবং তাহাদের পীরের কবরের দিকে খালি পায়ে হাটিয়া চলিয়াছে। এই দৃশ্য আমরা আধ্যাত্মিক পুত্রের বেলায়ই দেখিতে পাই। রক্তের সম্বন্ধে যাহারা পুত্র, তাহারা পর দিনেই ভুলিয়া যায়। আল্লাহ্‌তা'লা ইহা পছন্দ করেন না যে, তাহার প্রিয়গণের জন্য ভালবাসা মানুষের অন্তর হইতে খালি হইয়া যায়। যখন দুনিয়ার মানুষ তাহাদিগকে ভুলিয়া যাইতে থাকে, তখন আল্লাহ্‌তা'লা কোন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের নাম পুনরায় সকলের স্মরণে আনিয়া দেন। হযরত নূহ (আঃ) হাজার হাজার বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছেন এবং কোন ব্যক্তি কসম খাইয়া এ কথা বলিতে পারেন না যে, তিনি তাহার পিতা এবং সে তাঁহার পুত্র। কিন্তু রসুল করীম (সাঃ)-এর মুখ দিয়া আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন শরীফের মধ্যে হযরত নূহ (আঃ)-এর উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় বার তাহার স্মৃতি তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে তাজা করিয়া দিয়াছেন। অনুরূপভাবে হযরত আদম (আঃ)-এর বংশধরগণও তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং কাহারও জানা ছিল না যে, তিনি কখন ও কোথায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার কি অবস্থা ছিল। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার সম্বন্ধেও কোরআন শরীফের মধ্যে উল্লেখ করিয়া পুনরায় সমগ্র মানব জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, হযরত আদম (আঃ) তাঁহাদিগের পিতা ছিলেন এবং তাঁহার জীবন যাত্রার পদ্ধতি কি ছিল। হযরত আদমের বংশধরগণ তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁহাকে ভুলেন নাই। সুতরাং ধর্মের জন্য মানুষ যে কোরবাণী করে উহা তাহাকে অমর করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে পার্থিব কোরবানীর মোকাবেলায় ধর্মীয় কোরবানীর পরিমাণ কত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। মানুষ নিজের স্ত্রী পুত্রের জন্য সারা দিন হয়রান হইতে থাকে এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা আল্লাহ্‌র উপাসনায় ও সৎকর্মে অতিবাহিত করে। বাকী ২২।২৩ ঘণ্টা সে নিজের অভাব পুরণে অতিবাহিত করে এবং সে চেষ্টা করে, মেহনত করিয়া কিছু অর্থ জমাইতে ও সম্পত্তি করিতে যেন উহা তাহার পুত্র পরিজনের কাজে লাগে এবং তাহার বার্দ্ধক্য আরামের সঙ্গে কাটে। কিন্তু সেই সকল পুত্র যাহাদের জন্য সে নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলে এবং তাহাদিগের স্বার্থকে নিজের কষ্ট হইতে বড় করিয়া দেখে, তাহাদের জন্য সকল কিছু করে, অথচ তাহার বার্দ্ধক্যে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের মধ্যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতে থাকে। আমার নিকট হাজার হাজার এমন ঘটনা আসিয়াছে যে, কোন কোন যুবক তাহার মায়ের খবর লওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে এবং জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় যে, তাহার মাতার মেজাজ রুক্ষ, সেইজন্য স্ত্রীর সহিত বনিবনাও হয় না। মায়ের সহিত স্ত্রীর কি তুলনা? স্ত্রী তাহার উপকারার্থে কি করিয়াছে ? স্ত্রী তাহার

যৌবনাবস্থায় তাহার সঙ্গী হইয়া আসে; কিন্তু মাতা নিজের স্তনের দুগ্ধ পান করাইয়াছে; নিজের শরীরের রক্তকে দুগ্ধে পরিণত করিয়া তাহাকে লালন পালন করিয়াছে। দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া তাহাকে বড় করিয়াছে। এখন তাহার নিকট হইতে এই বলিয়া সরিয়া পড়িতে চাহে যে, স্ত্রীর সহিত তাহার বনিবনাও হইতেছে না। সুতরাং দুনিয়ার দিক দিয়া মানুষ রক্তমাংসের সন্তানাদি হইতে কোনই উপকার পায় না। কিন্তু মানুষের বিচিত্র স্বভাব যে, প্রত্যেক বস্তু সে নিজের সন্তান সন্ততির জন্য ব্যয় করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করিতে তাহার মনে কার্পণ্য জন্মে এবং মনে করে যাহা থাকিবে ইহাও তাহার সন্তান-সন্ততির কাজে লাগিবে। কিন্তু তাহার পারলৌকিক জীবনের জন্য সেই সম্পদ তাহার কাজে আসিবে যাহা সে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে। কিন্তু যে সম্পদ সে সন্তান সন্ততিকে দেয় তাহা তাহার অংশে আসে না। যদি উহার মধ্য হইতে তাহার সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় না করে তাহা হইলে তাহারা অপরাধী হইবে এবং সেও অপরাধী হইবে। কিন্তু যদি তাহার সন্তান-সন্ততিগণ উক্ত অর্থ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে তাহা হইলে তাহারা খরচ করার জন্য পুণ্যের অধিকারী হইবে। এই কর্মের পুণ্য, যে খরচ করে, সেই পাইবে। সেই ব্যক্তি কিছুই পাইবে না। রসুল করীম (সাঃ) মৃত্যুর নিকটবর্ত্তি সময় সাহাবাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "তোমরা কোন সম্পদ ভালবাস? তোমরা নিজেদের সম্পদকে বেশী পছন্দ কর, না অপরের অথবা যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাকে?" সাহাবা (রাঃ)-গণ উত্তর দিলেন, "হে আল্লাহর রসুল! ইহার উত্তর অতি সহজ। মানুষ সেই সম্পদ পছন্দ করে যাহা তাহার নিজের।" রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, "যে অর্থ তোমরা মৃত্যুকাল পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর, প্রকৃতপক্ষে সেই মাল তোমাদের এবং যাহা পিছনে রাখিয়া যাও তাহা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের। উহা তোমাদের নহে। যে অর্থ তোমরা পানাহারে ব্যবহার কর উহা নষ্ট হইয়া যায়; উহা পরকালে তোমাদের কোন কাজে আসিবে না।" প্রকৃতপক্ষে যদি চিন্তা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের সত্যকার সম্পদ বলিতে উহা, যাহা সে পরলোকে প্রেরণ করিয়াছে। যাহা সে ছাড়িয়া যায় উহা তাহার ওয়ারিশগণের। তাহারা যেভাবে ভবিষ্যতে চাহে তাহারা সেই ভাবেই খরচ করিবে। হজরত রসুল করীম (সাঃ) আদেশ করিয়াছেন যে, যথা সম্ভব সত্যকার কোরবানী করার জন্য মানুষের চেষ্টা করা উচিৎ যেন মরণের পর তাহার পারলৌকিক জীবন আল্লাহ্-তা'লার অনুগ্রহে খুব বেশী সাফল্য মণ্ডিত হয়। আল্লাহ্-তা'লা কোরআন করীমে বলিয়াছেন, "তোমরাও কষ্ট এবং বিপদের সম্মুখীন হইতেছ এবং তোমাদের শত্রুদিগকেও কষ্ট স্বীকার করিতে হইতেছে; কিন্তু তাহাদের ও তোমাদের

মধ্যে এক বড় প্রভেদ এই যে, কষ্টের পরিবর্তে তোমাদের পুণ্যের আশা আছে ; কিন্তু কাফের-গণের পুণ্যের কোন আশা নাই। ইহা সত্ত্বেও যখন তাহারা কোরবানী করে তখন তোমাদের জন্য কোরবাণী করা কেন কঠিন হইবে ? কারণ তাহাদের কোরবানীর দৃষ্টান্ত যেমন কোন ব্যক্তিকে দুই মণ গম কুয়ার মধ্যে ফেলিতে বলা। এইরূপ আদেশ করিলে লোকে আমা-দিগকে পাগল ভাবিবে। কিন্তু কেহ চাপে পড়িয়া কুয়ায় গম ফেলিতে বাধ্য হইলেও সে গালি দিতে দিতে চলিয়া যাইবে। মোট কথা, কেহ এই কাজ খুসী মনে করিবে না। কিন্তু যদি একজন কৃষককে বলা হয়, "এখন সময় হইয়াছে ; বীজ বপন কর ;" তাহা হইলে সে দোয়া দিতে থাকিবে যে, তাহাকে বড় উপযুক্ত সময়ে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থাই কোরবানীর দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোরবানী করিয়া থাকে, সে এমন এক ক্ষেতে বীজ বপন করিয়া থাকে যেখান হইতে সে বহুগুণে বেশী ফসল পাইবে এবং যে ব্যক্তি অন্য উদ্দেশ্যে কোরবানী করে, সে যেন নিজের বীজকে নদীতে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। কোন ব্যক্তি ইহা পছন্দ করিবে না যে, তাহার কোরবানী নষ্ট হইয়া যাউক। সুতরাং যে ব্যক্তি সমুদ্র বা নদীতে নিজ বীজ নিক্ষেপ করে তাহার অপেক্ষা বেশী মুর্খ এবং পাগল কে হইতে পারে ? কিন্তু সেই ব্যক্তি হইতে মুর্খ ও পাগল কে হইতে পারে, যে আপন ক্ষেতে বীজ-বপনের সময় কার্পণ্য করে ? যদি সত্য সত্যই আল্লাহ্ থাকেন এবং তিনি শাস্তি ও পুরস্কারের মালিক হন, তাহা হইলে প্রত্যেক মোমেনের কর্তব্য তাঁহার সন্তুষ্টি লাভের কথা চিন্তা করা। কিন্তু এই সত্য যদি কাহারও নিকট প্রতিভাত না হয় তাহা হইলে তাহার নামাজে সময় নষ্ট করিবার কি প্রয়োজন ? কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এই সত্যকে স্বীকার করিয়াও কোরবানী করিতে ইতস্তত করে, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে আমরা ইহাই বুঝিব যে, ধর্মের জন্য তাহার কোন আকর্ষণ নাই। যদি আকর্ষণ থাকিত তাহা হইলে সে অকারণে ক্ষতির কাজ করিত না। অতএব বন্ধুগণ ! আপনারা সকলে চেষ্টা করুন যেন আপনাদের কোরবানী সত্য-কার কোরবানী হয় এবং সেই কোরবানী আপনাদের জন্য পুণ্যের কারণ হয়। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে সত্যকার কোরবানীর স্পৃহা সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা অতি-শীঘ্র অপরাপর জতিগুলিকে পিছনে ফেলিয়া আগে চলিয়া যাইতে পারিব। ইহা চিন্তা করা উচিৎ নয় যে, আমরা সংখ্যায় অতি অল্প এবং অল্প সংখ্যক লোক আগে যাইতে পারে না। সত্য কথা এই যে, কোরবানী রত জাতি সংখ্যায় অল্প হইলেও বড় বড় জাতির উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। বদরের যুদ্ধে কাফেরদের সংখ্যা এক হাজার ছিল এবং সাহাবা (রাজিঃ) দিগের সংখ্যা ৩১৩ ছিল। যখন মুসলমান সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন তখন কাফেরগণ

এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ইসলামী লস্করের সংখ্যা নিরুপন করিবার জন্য পাঠাইল। সে ফেরৎ যাইয়া বলিল, "মুসলমানদের সংখ্যা তিনশ ও সওয়া তিনশোর মধ্যে হইবে। যদিও মুসলমানরা সংখ্যায় কম, তথাপি, হে আমার স্বজাতিগণ! আমি আপনাদিগকে পরামর্শ দিতেছি যে, আপনারা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিবেন না।" যখন সেই ব্যক্তি কথা শেষ করিল, তখন সকলে বলিয়া উঠিল, "সে কাপুরুষ এবং সেই জন্যই সে যুদ্ধ হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে চাহে।" সে উত্তর দিল, "ইহা সত্য নহে যে, আমি যুদ্ধ করিতে ভয় পাইতেছি; পরন্তু আমি বাহনগুলির উপর মানুষ দেখি নাই, মূর্ত্তিমান মৃত্যু বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। আমি তাহাদের চেহারা দেখিয়া বুঝিলাম যে, তাহারা সকলে মরিয়া যাইবে, কিন্তু পিছু হটিবে না।" তদনুযায়ী বদরের যুদ্ধ এই কথার সাক্ষী, সংখ্যালঘু মুসলমানগণই বিজয় লাভ করিয়াছিল এবং কোরবানী তাহার ফল বিরাট আকারে প্রদর্শন করিল। অতএব তোমরা সদা স্মরণ রাখিও যে, সঙ্গে সঙ্গে না হইলেও কোন কোরবানী ফল না দিয়া যায় না। রসুল করীম (সাঃ)-এর যুগেও মানুষ চালাকি এবং ধোকাবাজি করিত এবং মুসলমানদিগকে দুঃখ দিবার ও তাহাদিগকে শহীদ করিবার জন্য নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিত। একদা রসুল করীম (সাঃ)-এর খেদমতে কোন এক গোষ্ঠির কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত হইল এবং বলিল, "আমরা মুসলমান হইতে চাহি। আপনি আমাদের সঙ্গে কয়েকজন আলেম দিন; আমরা তাহাদের নিকট কোরআন শিখিব।" তাহাদিগের সহিত সত্তর জন কোরআনের হাফেজ প্রেরণ করিলেন। যে ব্যক্তি মুসলমানদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, সে এক স্থানে পৌঁছিয়া আপন স্বজাতির সর্দারগণকে বলিয়া পাঠাইল, "আমি মুসলমানদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি, এখন তোমরা আসিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিবার বন্দবস্ত কর"। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধিকে প্রথম পাঠান হইল। তিনি যখন আগে যাইয়া গোষ্ঠিপতির সহিত কথা বার্ত্তায় রত হইলেন তখন তাহাকে নেজার আঘাতে হত্যা করা হইল। ইহার পর সমস্ত গোষ্ঠি মিলিয়া, মুসলমানগণ যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন সেখানে গিয়া তাহাদিগের উপর আক্রমণ চালাইল। হত্যাকারীদের মধ্যে একজন, যে পরে মুসলমান হইয়াছিল, বর্ণনা করিয়াছে, "যখন আমি একজন মুসলমানকে নেজা দিয়া আঘাত করিলাম, তখন সে মাটিতে পড়িয়া গিয়া বলিল, فزت و رب الكعبة। 'কাবাঘরের প্রভুর কসম, আমি সফলকাম হইয়াছি।' আমি লক্ষ্য করিলাম

যে, উক্ত শহীদের মধ্যে কোন প্রকার ভয়ার্ত্ত বা চাঞ্চল্যের লক্ষণ ছিল না।" এই শহীদ হজরত আবুবকর (রাজি:)-এর গোলাম ছিলেন, যিনি হিজরতের সময় রসুল করীম (সাঃ) ও হজরত আবুবকর (রাজিঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলিয়াছে, "আমি দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম যে, যাহাদিগকে হত্যা করা হইতেছে, তাহারা স্বদেশ হইতে দূরে, আপন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব হইতে দূরে অথচ তাহাদের কাহারও মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল না যে, 'হায়! আমি কোথায় মারা গেলাম' এবং একজনও হাহুতাস করিল না এবং চাঞ্চল্যও প্রকাশ করিল না। পরন্তু কাহারও মুখ হইতে যদি কোন কথা বাহির হইয়াছিল, তবে ইহাই, 'খোদার কসম আমি সফলকাম হইয়াছি।' আমি বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম যে, একি অদ্ভুত ব্যপার। এক ব্যক্তি, যে মুসলমানগণ সম্বন্ধে বেশী খবর রাখিত, তাহাকে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলাম, 'আমি আজ আশ্চর্যরকম দৃশ্য দেখিয়াছি। মুসলমানদের যাহাকেই আমরা হত্যা করিতেছিলাম, তাহারই মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছিল,

فزت و رب الكعبة

'কাবাঘরের খোদার কসম, আমি সফলকাম হইয়াছি।' ইহার কি অর্থ? মৃত্যু বরণ করা কি সফলতা? ইহার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না।" ঐ ব্যক্তি আমাকে বলিল, "আল্লাহ্-তা'লার পথে জীবন দান করাকে মুসলমানগণ সর্বাপেক্ষা বড় সফলতা মনে করে। বর্ণনাকারী বলিয়াছে, "আমি যখন এইকথা শুনিলাম তখন আমি বলিলাম, 'সেই ধর্ম কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, যাহার অনুসারী আপন কোরবানীকে এমন সীমা পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছে যে, সে নিজের মৃত্যুর মধ্যেই আপন সফলতা দেখে। ইহা বলিয়া আমি মুসলমান হইয়া গেলাম।" সুতরাং আসল কথা এই যে, যখন ইমান লাভ হয়, তখন মানুষ নিজের কোরবানীতেও মধুর স্বাদ পাইতে থাকে। মানুষ যত বেশী কোরবানী করিতে থাকে, ততই তাহার নিকট স্বাদের মধুরতা বাড়িতে থাকে। তখন কোরবানী কষ্টের কারণ না হইয়া আরামের কারণ হয়। মানুষ কোরবানীর ক্ষেত্রে যত বেশী অগ্রসর হইতে থাকে ততবেশী আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে। কথিত আছে যে, কোন এক চিতা বাঘ এক খরখরে বন্ধুর পাথর চাটিতে চাটিতে তাহার জিহ্বা জখম করিয়া ফেলে। তাহার জখমী জিহ্বার রক্তে সে স্বাদ অনুভব করিল। তখন সে জিহ্বা দ্বারা পাথরটিকে আরও জোরে জোরে চাটিতে লাগিল। পরিণামে তাহার জিহ্বা একেবারে ক্ষয় হইয়া গেল। পূর্ণ মোমেনের দৃষ্টান্ত এইরূপ। সে যতবেশী

কোরবানী করিতে থাকে, উহাতে সে আরও বেশী স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করে। এইভাবে সে মৃত্যুর সময়ও বলিতে থাকে,

فزت و رب الكعبة

"আমার জীবন শেষ হওয়ার মধ্যেই আমার পুরস্কার দেখিতে পাইতেছি।" যদি কেহ অতিরিক্ত কোরবানীর মধ্যে আনন্দ অনুভব করে, তাহা হইলে জানিও তাহার মধ্যে ইমান আছে এবং যদি কোরবানীর আতিশয্যের জন্য কাহারও মনে সংকীর্ণতা দেখা দেয়, তাহা হইলে তাহার বুঝা উচিৎ যে, সে ইমানের সম্পদ হইতে বঞ্চিত। ইমানের লক্ষণ এই যে, আল্লাহ্-তা'লার পথে মানুষ কোরবানী করার মধ্যে আনন্দ বোধ করিয়া থাকে ও তাহার মনে সংকীর্ণভাব উদিত হয় না।

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

○

দোয়ার আবেদন

চট্টগ্রামের জনাব সৈয়দ খাজা আহ্‌মদ সাহেব বর্তমানে খুবই অসুস্থ। তিনি সকল বন্ধুর নিকট দোয়ার আবেদন করিয়াছেন। আপনারা তাঁহার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া দোয়া করিবেন।

সদর আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার প্রতিনিধিবর্গের পূর্ব-পাকিস্তান সফর বৃত্তান্ত

১৯৬৩ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখের "আলফজল" পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত: পূর্ব্ব পাকিস্তানের সফর ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের দিক হইতে আল্লাহ্-তা'লার ফজলে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দৃঢ়তা, ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন এবং অমুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে ইসলাম প্রচারের পরিকল্পনা। রাবওয়ার আম জল্‌সার মধ্যে মোহতারেম সাহেবজাদা মির্জা নাসের আহ্‌মদ সাহেব এবং পূর্ব-পাকিস্তান সফরকারী অপরাপর সদস্যবৃন্দের ঈমান বর্দ্ধনকারী বক্তৃতা।

রাব্‌ওয়া—৫ই অক্টোবর। গতকল্য ৪ঠা অক্টোবর জুমআর দিন, মাগ্‌রেবের নামাজের পরে মসজিদে মোবারকে রাবওয়ার লোক্যাল আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়ার আয়োজনে এক মহতী সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। মোহ্‌তারেম সাহেবজাদা মির্জা নাসের আহ্‌মদ সাহেব এম. এ. (অক্সন), সদর, সদর আঞ্জুমনে আহ্‌মদীয়া, রাবওয়া, পাকিস্তান, উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় সাহেবজাদা সাহেব ব্যতিরেকে মোহ্‌তারেম মৌলানা আবুল আতা সাহেব, মোহ্‌তারেম মৌলানা শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব এবং মোকাররম চৌধুরী জহুর আহ্‌মদ সাহেব, যাহারা পূর্ব পাকিস্তানে ১২ দিনের অত্যন্ত সাফল্যজনক সফরের পর ইদানিং ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহারা সেখানকার অত্যন্ত ঈমান বর্দ্ধনকারী অবস্থা বর্ণনা করেন এবং গয়ের মুসলিমগণের মধ্যে ঈসলাম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন এবং জামাতের বন্ধুদিগকে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট দায়ীত্বের প্রতি তাহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বিশেষ করিয়া মোহ্‌তারেম সাহেবজাদা সাহেব তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ সভাপতিত্বের ভাষণে সফরের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া এই সফর কিরূপ দৃষ্টান্তবিহীন ভ্রাতৃত্বের দৃঢ়তা, জমাতের বিরুদ্ধে প্রচারিত ভ্রান্ত ধারণার সন্তোষজনক অপনোদন এবং প্রায় এক কোটী অমুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক তবলীগের পরিকল্পনার প্রস্তাব এবং ইহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্পের উপলক্ষ হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করেন। তিনি এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য জামাতের বন্ধুগণকে তাহাদের গুরু দায়ীত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জলসায় রাবওয়ার অধিবাসীগণ বিপুল সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করেন এবং তাহারা সমস্ত বক্তৃতা অত্যন্ত আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও গভীর মনোযোগিতার সহিত উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ

করেন। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সাইয়েদনা হজরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)-এর মঞ্জুরী অনুযায়ী ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ২রা অক্টোবর পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিনিধিদল পূর্ব পাকিস্তানের জামাতগুলি পরিদর্শন করেন। উহাতে মোহ্তারেম সাহেবজাদা মীর্জা নাসের আহ্মদ সাহেব ব্যতিরেকে মোহ্তারেম জনাব শেখ বশির আহ্মদ সাহেব, লাহোর হাই-কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ, মোহ্তারাম মৌলানা আবুল আতা সাহেব, মোহ্তারেম শেখ মোবারক আহ্মদ সাহেব এবং মোকাররম চৌধুরী জহুর আহ্মদ সাহেব অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহা ব্যতিরেকে মোকাররম মাহমুদ আহমদ আনোয়ার সাহেব হায়দরাবাদীও এই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গিয়াছিলেন। যেহেতু মোহ্তারেম শেখ বশির আহ্মদ সাহেব সফর সম্পূর্ণ করিয়া আরও দুই দিনের জন্য সেখানে থাকিয়া যান এবং প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, সেইজন্য তিনি এই জলসায় শরিক হইতে পারেন নাই।

জলসার কার্য আরম্ভ

মোহ্তারেম সাহেবজাদা মির্জা নাসের আহ্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্য আরম্ভ হয়। হাফেজ শফিক আহ্মদ সাহেব কোরআন তেলাওয়াত করেন এবং মোকাররম মাহ্মুদ আহ্মদ আনোয়ার সাহেব হায়দরাবাদী, সাইয়েদেনা হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (আইঃ)-এর নজম "নও নাহালানে ওমেত সে খেতাব" মধুর কণ্ঠে পাঠ করেন।

ইহার পর মোহ্তারেম সাহেবজাদা সাহেব জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ১২ দিনের সফরের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের আহ্মদী বন্ধুগণের এবং জামাত সমূহের বার বার উল্লেখ আসে। আমি এবং আমার সঙ্গীগণ সেখানকার জামাতগুলিকে এবং বন্ধুগণকে জানাই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের আহ্মদীগণ আল্লাহর ভালবাসার টানে কি ভাবে ইস্লামের খেদমত করে, কি ভাবে নিজেদের জীবন যাপন করে এবং কি ভাবে তাহারা ইসলামের মর্যাদা উন্নত করিবার জন্য কোরবানী করিতেছে, কি ভাবে তাহারা ধৈর্য এবং এক-নিষ্ঠার সহিত বিপদাবলীর সম্মুখীন হইতেছে, সহজ এবং নির্ভীকতার সহিত আগে বাড়িতেছে, এবং কি ভাবে তাহাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাসের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে, একমাত্র এই উদ্দেশ্য লইয়া যে, এই সিলসিলা খোদা নিজ হাতে কায়েম করিয়াছেন, উহা যেন উন্নতি ও অগ্রগতির মঞ্জিলগুলি পার হইয়া অবশেষে প্রতিশ্রুত বিজয়ের অধিকারী হয়। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আমার মনে খেয়াল জাগে যে সেখানে এখানকার বন্ধু এবং জামাতগুলির যেমন পরিচয় দিয়াছি সেইরূপ রাবওয়ার অধিবাসীগণের নিকট পূর্ব পাকিস্তানের মুখলেসগণ ও জামাতগুলির পরিচয় করান উচিত, যেন তাহারা যে খেদমত করিতেছে, ইস্লামের জন্য কোরবানী করিতেছে

এবং আগামীতে কাজকে বিস্তার দিবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে যে সুদৃঢ় পণ রহিয়াছে, সে সম্বন্ধে এখানকার বন্ধুগণ অবহিত হয়, যেন তাহারা পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের প্রচেষ্টাকে সহজ করিবার জন্য সহযোগিতা করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের জন্য দোয়া করে, যেন আল্লাহ্‌ তা'লা তাহাদিগের উপর আপন ফজল বর্ষণ করেন, তাহাদের চেষ্টাতে বরকত দেন এবং সেখানকার লক্ষ লক্ষ অমুসলমানগণকে ইস্‌লামের সুশীতল ছায়াতলে আনিবার জন্য আমাদের ভাইদিগকে তৌফিক দেন। এই উদ্দেশ্য লইয়াই এই জলসা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যেহেতু দূরত্ব বেশী হওয়ার জন্য সেখানে সকলের যাওয়া সম্ভব নহে, অতএব বন্ধুগণ পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ভাইগণের অবস্থা এবং তাহাদের প্রচেষ্টার বিবরণ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিবেন।

প্রতিনিধিদলের সভ্যগণের বক্তৃতা :

মোহ্‌তারেম সাহেবজাদা সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণের পর সর্ব প্রথম মোহ্‌তারেম মৌলানা আবুল আতা সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের জামাতগুলি পরিদর্শনের বিস্তৃত বিবরণ দান করেন। সেখানে অভ্যর্থনার ও জলসার আয়োজন যেরূপ করা হইয়াছিল, বন্ধুগণকে তাহার বিবরণ জানান। তিনি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, যশোহর, নারায়ণগঞ্জ এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় মোহ্‌তারেম সাহেবজাদা সাহেব এবং ওয়াফদের সদস্যবৃন্দের কর্মব্যস্ততার, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎকার, বিভিন্ন জলসা এবং সভায় বক্তৃতা; মোহ্‌তারেম সাহেবজাদা সাহেবকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা দান; জমাতের বন্ধুগণের ভালবাসা, আন্তরিক খেদমতের গভীর আগ্রহ ও আত্মোৎসর্গের বর্ণনার পর কতিপয় বিশেষ ইমান বর্দ্ধনকারী বিষয়ের উপর আলোকসম্পাত করেন এবং বিশেষ করিয়া সেখানকার জামাতের শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রন, ও নিয়মানুবর্ত্তীতা সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করেন।

তাহারপর মোহ্‌তারেম শেখ মোবারক আহ্‌মদ সাহেব বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করিয়া সাধারণভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জামাত বহির্ভূত বন্ধুগণ যে সকল প্রশ্ন করেন, সফররত সদস্যবৃন্দের তরফ হইতে তাহাদিগকে যে সকল জওয়াব দেওয়া হয় এবং এই সকল প্রশ্নোত্তরের যে ফল পরিদৃষ্ট হয়, তাহার বর্ণনা দেন। তিনি বলেন যে, অধিকাংশ প্রশ্ন আহ্‌মদীয়া জামাতের বহির্জগতে ইসলামের প্রচার এবং উহার সুফল সম্বন্ধে ছিল। জনগণ বিশেষভাবে ইসলাম প্রচারে জমাতে আহ্‌মদীয়ার বিরাট দান সম্বন্ধে তাহাদের আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকে এবং এই বিষয়ে তাহারা বিস্তৃত ভাবে অবগত হইতে চাহে। কোন কোন প্রশ্ন হইতে বুঝা যাইতেছিল যে, তাহারা প্রচার সম্বন্ধে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অসুবিধা অবগত

হইতে চাহে এবং তাহাদের কোন কোন প্রশ্ন এই আশঙ্কার আয়না স্বরূপ ছিল যে, সেই সমস্ত অসুবিধার জন্য আমাদের তবলীগ বন্ধ হইয়া না যায়। এই সকল প্রশ্নের উত্তরে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়া হয় যে, ইহা খোদার কাজ, যাহা তিনি আহ্‌মদীয়া জামাতের দ্বারা লইতেছেন। অসুবিধা যত বড়ই হউক না কেন, উহা এই কাজে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না, যেহেতু খোদা এই জামাতের দ্বারা সমস্ত দুনিয়ায় ইসলামকে জয়যুক্ত করিবার ফয়সালা করিয়াছে। ইহা আসমানী তক্‌দির, যাহা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।

ইহার পর মোকার্‌রম চৌধুরী জহুর আহ্‌মদ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদ পত্র-গুলির মধ্যে সফরকারী প্রতিনিধি দলের কার্যক্রম এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক জলসা সম্বন্ধে, যে সকল খবর প্রকাশিত হইয়া ছিল তাহা তিনি পড়িয়া শুনান। তিনি বলেন যে, সেখানকার সংবাদপত্রগুলিতে সকল খবর ফলাও করিয়া এবং বিস্তৃত বর্ণনা সহকারে প্রকাশিত হয়। তিনি সংবাদপত্র পরিচালকগণের প্রশস্ত হৃদয়তা এবং এই সফরে তাহাদের আন্তরিক সহানুভূতি এবং সঠিক রিপোর্টের প্রশংসা করেন।

মোহ্‌তারেম সাহেবজাদা মির্জা নাসের আহ্‌মদ সাহেবের বক্তৃতা :

অবশেষে জল্‌সার সভাপতি সাহেবজাদা মির্জা নাসের আহ্‌মদ সাহেব উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "এই সফর সম্বন্ধে আমার মনে ৩টি উদ্দেশ্য ছিল ; ১ম—পূর্ব পাকিস্তানের জামাতগুলিতে যাইয়া সেখানকার বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) আল্লাহ্-তা'লার দেওয়া মানুষকে পবিত্র করার শক্তি দ্বারা বিভিন্ন এলাকাস্থিত মানুষের মধ্যে যে নজীরবিহীন ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ কায়েম করিয়াছেন উহা দেখা এবং স্বাদ গ্রহণ করা ও উহার জন্য আল্লাহ্-তা'লার শুকরিয়া আদায় করিয়া উহাকে দৃঢ়তর করিবার চেষ্টা করা। ২য় :— কতক বিরুদ্ধবাদী ভিত্তীহীন প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা জমাতে আহ্‌মদীয়ার বিরুদ্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা ছড়াইয়া রাখিয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য সাধারণের মধ্যে আহ্‌মদীয়াত এবং হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর মিশনের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা নাই। অতএব ২য় উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, যথাসম্ভব জনসাধারণের সমক্ষে খাঁটি ইসলাম এবং হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের আসল উদ্দেশ্য পেশ করিয়া তাহা-দিগের ভ্রান্তি দূর করা। ৩য় :—পূর্ব-পাকিস্তানে প্রায় এক কোটী (প্রায় ১॥ কোটী) অমুসলমান অধিবাসী আছে। তাহাদিগের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও

খ্রীষ্টান আছে। খ্রীষ্টানদিগের সংখ্যা কম হইলেও তাহাদের মিশনারী কর্ম-তৎপরতা দিন দিন প্রবলতর হইতেছে। তাহারা পূর্ব পাকিস্তানে খৃষ্টান ধর্মের বহুল বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। আল্লাহ্-তা'লা একমাত্র আমাদেরই জামাতকে ইসলামের পূর্ণ বিজয় আনিতে এবং সকল ধর্মের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব এই সফরের এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল ইস্‌লাম ধর্মের বিরুদ্ধে অপারপর ধর্ম, বিশেষ করিয়া খৃষ্টান ধর্মের কর্ম-তৎপরতার পর্যালোচনা করিয়া উহার প্রতিকারের পন্থা উদ্‌ভাবন করা এবং তাহাদিগের মোকাবিলা করিবার স্কীম প্রস্তুত করা। অতএব ইহা আল্লাহ্-তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যে, উক্ত ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের দিক দিয়া এই সফর বিশেষ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

এই সফরের প্রথম উদ্দেশ্যের দিক দিয়া আমার বক্তব্য এই যে, আমি আমার সহ-যোগীগণসহ বিভিন্ন জামাতে যাইয়া বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আঞ্জুমনে সালানা জলসা উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের দূর দূর এলাকা হইতে সমাগত আহ্‌মদী বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইবার এবং ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ ঘটে। এই বৎসর জল্‌সায় পূর্ব বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক বন্ধু দূর দূরান্তর হইতে শুভাগমণ করেন। আমরা আশা রাখি খোদা-তা'লা আমাদিগের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় বরকত দিবেন এবং ভবিষ্যতে ইহার বহুগুণ বন্ধু সালানা জলসায় যোগদান করিবেন। আমি এই কথার চাক্ষুষ সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লা হজরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-কে জামাতের মধ্যে পরস্পরের সহিত ভালবাসা, আন্তরিকতা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপিত হওয়ার যে সংবাদ দিয়াছিলেন, উহা গৌরবোজ্জ্বল আকারে পূর্ণ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও পূর্ণ হইতে থাকিবে। যে ভাবে আমাদের হৃদয়ে ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের ভাবে ভরপূর, তদ্রূপ সেখানেও বন্ধুগণের হৃদয় ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের ভাবে উদ্বেল। আল্লাহ্-তা'লার ফজলে হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ)-এর জামাতের পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের অতি দৃঢ় সম্বন্ধ কায়েম রহিয়াছে। ইহার জন্য আমরা আল্লাহ্-তা'লার গুণগান গাই এবং তাঁহার নিকট অশেষ শুকরগুজারী জানাই এবং দোয়াও করি যেন ভবিষ্যতে আমাদিগের সম্বন্ধে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতে থাকেন। অতএব সকল প্রশংসা আল্লাহ্-তা'লার যে, সফরের এই উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

২য় উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, আমরা জামাতের বাহিরের বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের ভ্রান্ত ধারণা সমূহ অবগত হইয়া তাহাদিগকে জানাই যে, হযরত মসিহ্ মাউদ (আঃ) আমাদের হৃদয়ে পবিত্র কোরআন ও

রসুল (সাঃ)-এর কিরূপ গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই ভালবাসার আবেগে আমরা সারা দুনিয়ায় ইসলামকে জয়যুক্ত করিবার জন্য বিভিন্ন দেশ ও জাতির ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আমাদের নিজেদের ন্যায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রেমিক ও ভক্ত বানাইবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জলসায় এবং অবশেষে প্রাদেশিক সালানা জলসায় সকল শ্রেণীর লোক—যথা অফিসার, প্রফেসার, ছাত্র, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, শিল্পী, মধ্যবিত্ত লোক এবং সাধারণ শ্রেণীর মানুষ বহু সংখ্যায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা শুনিয়া লাভবান হইয়াছে এবং প্রশ্নোত্তরের দ্বারা নিজেদের সন্দেহ নিরসন করিয়াছে। (সাহেব জাদা সাহেব অনেকের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেন এবং কি ভাবে ভ্রান্তি দূর হইয়াছে তাহা বর্ণনা করেন)। অতএব এই দিক দিয়াও সফর খুব সফল হইয়াছে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল সেখানে অমুসলমান বাসীন্দাগণের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌঁছাইবার বন্দোবস্ত করা এবং বিশেষ করিয়া সেখানে খৃষ্টানগণের মোকাবেলা করা যাহাদিগের কার্য-তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদনুযায়ী আলোচ্য সফরে সেখানকার অবস্থা ব্যক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করার ও উক্ত দৃষ্টি-ভঙ্গি হইতে প্রাথমিক সার্ভে করার সুযোগ হইয়াছিল। তিনি এ সম্পর্কে চট্টগ্রাম এলাকার এক বৌদ্ধ মঠ ও সেখানে বৌদ্ধগণের ধর্ম-কর্মাদির পরিদর্শনের বর্ণনা দেন। অধিকন্তু সেখানে খ্রীষ্টানগণের Island of Peace (আইলেণ্ড অব পিস) অর্থাৎ শান্তির দ্বীপ নামক এক কেন্দ্র পরিদর্শনের বৃত্তান্তও জানান। প্রাথমিক সার্ভের ফল স্বরূপ আমি স্থির করিয়াছি যে, এই অমুসলমান জাতিগুলির মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য আমাদিগকে একটী কার্য-তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সেই কার্য তালিকাকে কার্যে পরিণত করার জন্য আমাদিগকে সকল প্রকার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। তদনুযায়ী সালানা জলসার শেষ বক্তৃতার মধ্যে আমার এই উদ্দেশ্যের কথা এলান করি এবং জানাই যে, আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে কমপক্ষে ২ লক্ষ অমুসলমানকে আমরা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করিব। এই উদ্দেশ্যের জন্য আমাদিগের প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে এবং পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানের ভাইগণ এই উদ্দ্যেশ্যটিকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াছেন। আমি আল্লাহ্-ত'আলার রীতি এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠার উপর ভরসা রাখি যে, আমরা যদি পূর্ণ আন্তরিকতা ও উদ্দেশ্যের সহিত কাজ করি তাহা হইলে দুইলক্ষই নহে বরং ১০।১৫ লক্ষ অমুসলমান হজরত রসুল করীম (দঃ)-এর ভক্তমণ্ডলির মধ্যে শামিল হইতে পারে। ইহার জন্য আমাদিগের মান, আমাদিগের সময় এবং

আমাদিগের প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে। সমস্ত এলাকা সার্ভে করিয়া সেখানকার প্রয়োজনীয়তার তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং বিভিন্ন এলাকায় মোবাল্লেগ পাঠাইতে হইবে। এ সম্পর্কে আপনাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আপনারা দোয়া করুন যেন আল্লাহ্-তা'লা পূর্ব পাকিস্তানের ভাইগণকে এই কার্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত করিবার সৌভাগ্য দেন; তাহাদের নজরে যেন তবলীগে-ইস্‌লামের আগ্রহ তীব্র হইতে তীব্রতর করিয়া দেন, তাহাদের কথায় প্রভাব সৃষ্টি করেন, তাহারা যেন নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া না থাকে এবং আরামে ঘুমাইয়া না পড়ে এবং তাহারা যেন এই কার্যসূচী পূর্ণভাবে কার্যকরী করিয়া লক্ষ লক্ষ অমুসলমানকে ইস্‌লামের মণ্ডলিভূক্ত করে। পক্ষান্তরে আমরাও যেন এ সম্পর্কে আমাদের দায়িত্ব পালন করি। খোদা যেন ৪।৫ লক্ষ অমুসলমানকে ইসলাম গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য দেন। তাহা হইলে জগতের চক্ষু খুলিয়া যাইবে এবং তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে যে, বাস্তবিক ইসলামের সত্যকার সেবক ইহারাই। তখন নিশ্চয়ই ইসলামের প্রাধান্য ও বিজয়ের দিন নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকিবে। আমাদিগের দোয়া এবং চেষ্টা থাকা উচিৎ যেন ইসলামের প্রাধান্য এবং বিজয়ের দিন খোদা আমাদিগকে দেখিবার সৌভাগ্য দেন।

এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর তিনি সভাস্থ বন্ধুগণ সহ দোয়া করেন এবং রাত্রি পৌনে নয়টার সময় জলসার অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

[প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত সফরকারী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব, আমীর ই, পি, এ, এ, মৌলবী মোহাম্মাদ সামসুর রহমান, বার, এট, ল, সাহেব, আল-হজ্জ মোহাম্মাদ সোলায়মান সাহেব ছিলেন।]

o

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকার সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান, সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে, পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে লেখা গ্রহণ করা হইবে না।

৩। লেখা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ লেখার অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ লেখা না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। লেখা এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় লেখা পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহমদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
„ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	„	২৫৲
„ সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	„	১৫৲
„ সিকি কলম	„	৮৲
„ কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	„	৭০৲
„ „ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	২৫৲
„ „ ৪র্থ পূর্ণ	„ „	৮০৲
„ „ „ অর্ধ	„ „	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar